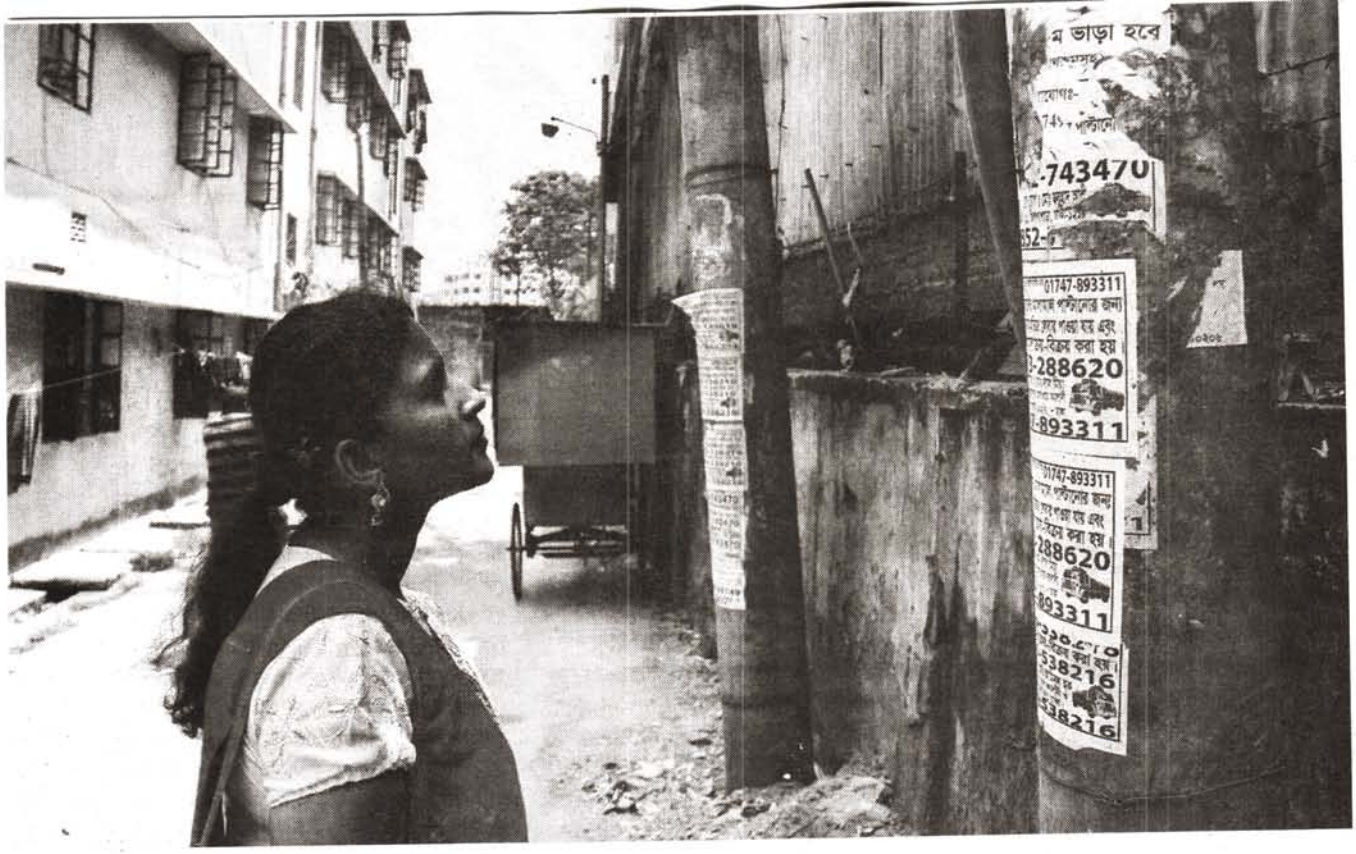

নারী

একা নারী কোথায় থাকবেন

● সালমা লুনা ও নুসরাত জাহান

ঢাকা শহরে সারাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আসে বসবাসের জন্য। কারো উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষা, কারো জীবিকা। এসব মানুষের মাঝে নারীর সংখ্যাও কম নয়, বরং তা দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর এসব নারীর বেশিরভাগই একা, প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারের সঙ্গে থাকা তাদের হচ্ছে না। ঢাকা শহরে অসংখ্য মহিলা হোস্টেল আছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগেরই অবস্থা ভালো না। বলতে গেলে এক রকম মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় এসব হোস্টেলে

শারমিন (৩০), বিবাহিতা, বাড়ি দিনাজপুর। চাকরি করছেন জাতিসংঘ ভিত্তিক একটি এনজিওতে। চাকরিটা শুরুতে দিনাজপুরেই ছিল। পাঁচ মাস হলো ঢাকায় বদলি হয়েছেন। হেড অফিসে, আরো গুরুত্বপূর্ণ পদে। দুবছরের জন্য পোস্টিং। হঠাৎ করেই যখন প্রমোশন হয়ে বদলিটা হলো তখন খুশি হওয়ার পরিবর্তে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল যেন। কেননা তার কিংবা স্বামীর পক্ষের এমন কোনো নিকট আত্মীয় ঢাকায় নেই, যার বাসায় থাকা যায়। সেটা অবশ্য শারমিনের পছন্দও নয়। স্বামীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা দিনাজপুরেই। তাই তাকে ঢাকায় থাকতে হবে একা। এমন অবস্থায় সে একবার ভাবল চাকরিটা ছেড়েই দেবে কিনা। শুনে স্বামী আসিফ আর শারমিনের মা আঁতকে উঠেছিলেন। এত ভালো চাকরি, স্যালারিও বেশ ভালো, এমন চাকরি কেউ ছাড়ে? অবশেষে ঢাকায় আসা বহাল রইল। কথা হলো ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নেয়া হবে, যাতে মাঝে মাঝে আসিফও এসে থাকতে পারে, মাত্র তো কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। লালমাটিয়ার একটি ছাত্রী হোস্টেলের প্রায়ান্ধকার ঘরের একফালি বিছানায় বসে এভাবেই নিজের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন শারমিন।

বাসার পরিবর্তে হোস্টেলে যে? এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, একা একটা মেয়েকে কেউ বাড়িভাড়া দেয় না এই শহরে। অনেক চেষ্টা করেছি একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়ার জন্য। ভাড়া এলাকা অফিসের দূরত্ব সব মিলে গিয়েছে এমন বাড়ি পেলেও ভাড়া নিতে পারিনি, কারণ যখনই বাড়িওয়ালা জানতে পারে আমি একাই থাকব তখনই বেঁকে বসে। আসিফ অনেক বুঝিয়েছে, আমি মাঝে মাঝেই আসব কয়েকদিন করে থেকে যাব। কয়েকদিন করে থেকে যাব, বাড়িওয়ালা একথা শুনে যেন আরো আঁতকে ওঠেন, না না আসলে আমি ফ্যামিলি ভাড়া দেব। তার মানে সে কোনো অবস্থাতেই একজন একলা মেয়েকে বাড়িভাড়া দেবে না। এই অবস্থায় আসিফের এক বন্ধুই সমাধান বের করল। লালমাটিয়া থেকে মোহাম্মদপুর কাছেই। আর লালমাটিয়াতে রয়েছে অনেক ছাত্রী হোস্টেল। শারমিন ওখানেই থাকতে পারবে। আলাদা বাড়ির চেয়ে বরং ওটাই ভালো হবে। সেই থেকেই এখানে থাকা। তবে অসুবিধা একটু হয়, যখন আসিফ ঢাকায় আসে। তখন কী করেন? কী আর করা, ওকে তো আর হোস্টেলে থাকতে দেবে না। যে কদিন ও থাকে আমরা কোনো হোটেলে থাকি।

শারমিনের পাশেই ছিলেন মালিয়া সাংমা। শারমিনের রুমমেট। কথা শুনে যাচ্ছিলেন।

এবার বললেন, একা মেয়েকে কেউ বাড়িভাড়া দেন না। যেন একা একটা মেয়ে ভীষণ ভয়ঙ্কর কিছু। মালিয়া পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। কাজ করেন একটি কোম্পানিতে। অফিস আগুলিয়ায়। প্রতিদিন সকালে তার অফিসের গাড়ি আসাদ গেট থেকে তাকে তুলে নেয়। সুবিধা হবে ভেবে লালমাটিয়া মোহাম্মদপুরে অনেক খুঁজেছেন একটি মনমতো বাড়ি। পেয়েওছিলেন, কিন্তু সেই একই সমস্যা।

এত কম বয়সী একটা মেয়ে একা থাকবেন? কেন? মা-বাবা নিদেনপক্ষে ভাই কেউ নেই সঙ্গে থাকার মতো ? বাড়িওয়ালার নানা প্রশ্ন ছিল প্রথম দিনেই।

না নেই। মালিয়ার ভাই নেই। তারা দুবোন, বড় বোন সরকারি চাকরিজীবী স্বামীর সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরছে। মা-বাবা থাকেন রাঙামাটি। বাবার ব্যবসা আর মা আদিবাসী নানা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকায় কেউই তার সঙ্গে থাকতে পারবে না ঢাকায়। অতএব শুধু একা থাকার জন্যই আমার সামর্থ্য থাকলেও আমি বাড়ি ভাড়া করে এই শহরে থাকতে পারব না এটা কেমন কথা! এভাবেই ক্ষোভ জানালেন যেন মালিয়া। তারপরও মালিয়ার বাবা-মা দুজনেই এসে কথা বলেছেন বাড়িওয়ালার সঙ্গে। তারপরও ডাল গলেনি। তার এক কথা, আপনারা এসে কেউ থাকেন।

এখানে কি কোনো অসুবিধা হয়?

হ্যাঁ হয়ই তো, শারমিন আপুর অসুবিধার মতোই অনেকটা। গেস্ট এলে বেশ সমস্যা হয়। নারী বন্ধু কিংবা সহকর্মী এলে তারা ভেতরে আসতে পারে কিন্তু পুরুষ সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবদের কখনই ডাকা কিংবা আপ্যায়ন করার সুযোগ নেই এখানে। ব্যাপারটা বেশ বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝেই। তাছাড়া বাসার ব্যাপারটাই তো আলাদা। সেখানে ইচ্ছামতো, নিজের স্বাধীনতায় খেয়াল খুশিমতো কাউকে আপ্যায়ন করা যায়, যে কাউকে ডাকা যায়। এখানে যা কখনই সম্ভব নয়।

চুয়েটে পড়ার সময় হোস্টেলে থেকেছি, সেখানে অসুবিধা হয়নি কারণ তখন ছিলাম ছাত্র। বাইরে বাইরেই সময় কেটে যেত। তাছাড়া হোস্টেলের সবাই ছিল একই প্রতিষ্ঠানের তাই আলাদা কিছু মনে হতো না। এখানে আমাদের মতো কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কম। বেশিরভাগই আশপাশের স্কুল-কলেজের ছাত্রী, অনেক জুনিয়র। সেক্ষেত্রে একটু অসুবিধা তো হয়ই।

প্রসঙ্গত দুজনেই বললেন, বাড়িওয়ালারা একজন আলাদা নারীকে বাড়িভাড়া দিচ্ছেন না, এর কারণ কিন্তু টাকা-পয়সা নয়। আমরা দুজনই চাকরি করি। সামর্থ্য আছে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের ভাড়া শোধ করার, তারপরও তারা শঙ্কিত। তারা ভাড়ার বিষয় নিয়ে চিন্তার চেয়ে বরং বেশি চিন্তিত এই ব্যাপারটা নিয়ে যে নারী কেন একা থাকবে। আমাদের দুজনেরই পরিবারের সদস্যরা এসে কথা বলে গেছেন। তারপরও বাড়িওয়ালারা রাজি হননি। তাদের বক্তব্য, এরপর ঝামেলা হলে কে দেখবে?

কি আশ্চর্য, যে একা নারী লেখাপড়া শেষ করে, নিজ যোগ্যতায় পরিশ্রম করে পায়ের নিচে একটা শক্ত ভিত তৈরি করতে পারে অথচ তাকেই কিনা একটি বাড়িভাড়া পাওয়ার জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়! কেন পায় না নারী তার নিজ পরিচয়ে, নিজের যোগ্যতায় একটি বাড়ি?

এ প্রশ্নের উত্তর একজন বাড়িওয়ালাই ভালো দিতে পারবেন।

বাড়িওয়ালাদের কথা : একা নারীদের (বিবাহিত বা অবিবাহিত) ঢাকা শহরে থাকার সবচেয়ে সুলভ জায়গা হলো মহিলা হোস্টেলগুলো। আরেকটু ভালোভাবে থাকতে চাইলে কোনো পরিবারের সঙ্গে সাবলেটে থাকা যায়। মজার ব্যাপার হলো, সাবলেটের ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই প্রাধান্য পায় বেশি। কিন্তু বহুতল ভবনের এই ঢাকানগরীতে একজন একাকী নারীকে বাসা বা ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে এত কুণ্ঠা কেন বাড়িওয়ালাদের? কী তাদের সমস্যা? যখন একা নারী বাসা ভাড়া পান না, তখন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে এসব প্রশ্ন। বাড়িওয়ালাদের কী চিন্তাভাবনা বা বাধা কাজ করে বাড়িভাড়া না দেয়ার পেছনে, তা জানতে কথা হয় ঢাকা শহরের কজন বাড়িওয়ালার সঙ্গে।

পশ্চিম আগারগাঁও অঞ্চলে ছয়তলা বাড়ির মালিক বকুল ইসলাম। তার বাড়ির প্রতিটি তলায় তিনটি ইউনিটে মোট ১৮টি পরিবার থাকে। বকুল ইসলাম ১৭ বছর ধরে বাড়িটি ভাড়া দিচ্ছেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তিনি বছর আটেক আগে একা নারী বা মেয়েদের মেস ভাড়া দিতেন। কিন্তু সে সময় তার বাড়িতে ভাড়া নিয়ে কিছু মেয়ে দেহব্যবসার কাজ করে। পুলিশের অতর্কিত তল্লাশিতে ব্যাপারটি জানাজানি হয় এবং এটি নিয়ে তার ব্যাপক ভোগান্তি হয়। তারপর থেকেই তিনি আর ফ্যামিলি ছাড়া কাউকে বাড়ি ভাড়া দেন না।

প্রায় কাছাকাছি ধরনের কারণ দর্শান কলাবাগানের আবিদা খানম। কলাবাগানে তার চারতলা দুটো বাড়ি। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি বাড়ি দুটো ভাড়া দিয়ে আসছেন। একটা বাড়ির পুরোটা ফ্যামিলি এবং আরেকটা বাড়িতে ব্যাচেলর ছেলেদের ভাড়া দেন। মেয়েদের কেন ভাড়া দেন না? প্রশ্নটি করা হলে তিনি বলেন, ভাড়াটে হিসেবে মেয়েরাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। তবে মেয়েরা যদি অনৈতিক কাজ করে তাহলে তা সহজে ধরা যায় না। আমি কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাই না।

মোহাম্মদপুর কাদেরাবাদ হাউজিংয়ের বাড়িওয়ালা সাখাওয়াত সাহেবের অভিজ্ঞতাটা একটু অন্যরকম। তার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে উঠেছিলেন বিবাহিত এক নারী, যার স্বামী বিদেশে থাকতেন। পরে ওই নারীর সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটের কর্তা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। পরে ব্যাপারটি জানাজানি হলে বাড়িওয়ালা হিসেবে তাকে অনেকেই দোষারোপ করেন। এর পরই সাখাওয়াত সাহেব সিদ্ধান্ত নেন, বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত, কোনো একা নারীকেই তিনি বাসা ভাড়া দেবেন না।

ঢাকা শহরে সারাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আসে বসবাসের জন্য। কারো উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষা, কারো জীবিকা। এসব মানুষের মাঝে নারীর সংখ্যাও কম নয়, বরং তা দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর এসব নারীর বেশিরভাগই একা, প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারের সঙ্গে থাকা তাদের হচ্ছে না। ঢাকা শহরে অসংখ্য মহিলা হোস্টেল আছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগেরই অবস্থা ভালো না। বলতে গেলে এক রকম মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় এসব হোস্টেলে। তাই একটুখানি ভালো থাকার আশায় অনেক নারীই খুঁজে ফেরেন এক টুকরো বাসস্থান। কিন্তু কিছু অসাধু নারীর কর্মকাণ্ডের ফল ভোগ করতে হচ্ছে তাদের, বাড়িওয়া া দোরগোড়া থেকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে তাদের। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। একটি-দুটি নেতিবাচক দৃষ্টান্তের ফলে গোটা নারীসমাজ কেন বিপদগ্রস্ত হবে? ■